বাংলাদেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা
নতুন বৈশ্বিক উন্নয়ন কর্মসূচি, নতুন ভূমিকা

মোস্তাফিজুর রহমান, সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি
তৌফিকুল ইসলাম খান, রিসার্চ ফেলো, সিপিডি

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে বাংলাদেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার ভূমিকা

শীর্ষক সম্মেলন

ঢাকা: ১৮ মে ২০১৭

আয়োজক

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

বাংলাদেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা
নতুন বৈশ্বিক উন্নয়ন কর্মসূচি, নতুন ভূমিকা

মোস্তাফিজুর রহমান
*তৌফিকুল ইসলাম খান**

ভূমিকা

বাংলাদেশ স্বাধীনতা পরবর্তী সাড়ে চার দশকে আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। আয় দারিদ্র্য হ্রাস, প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার, জন্মহার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, শিশুদের টিকা প্রদান, ডায়রিয়া বা কলেরার মতো রোগের প্রাদুর্ভাব কমিয়ে আনা, দুর্যোগ মোকাবেলা এবং নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত ও উদাহরণস্বরূপ। উল্লেখ্য, উন্নয়ন সূচকসমূহে বাংলাদেশের সাফল্যে সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার অব্যাহত ভূমিকাও অনস্বীকার্য। গত দুই দশকের বিভিন্ন গবেষণার ফলাফলে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। উন্নয়নের এই পথ পরিক্রমায় বাংলাদেশ সাম্প্রতিককালে নিম্ন মধ্য-আয়ের দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সমান্তরালভাবে, ২০২৪ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে আসতে পারবে বলে আশা করা যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ বর্তমানে জনমিতিক দিক দিয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রাকে আরও বেগবান করার এখনই উপযুক্ত সময়।

এই প্রেক্ষাপটে ও ক্রান্তিকালে বৈশ্বিক পর্যায়ে জাতিসংঘে ২০১৬ সাল থেকে পরবর্তী পনের বছরের জন্য গৃহীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, যা এসডিজি বা ২০৩০ এজেন্ডা নামে পরিচিত, অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বৈশ্বিক এ এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে হবে দেশীয় পর্যায়ে। দেখা গেছে, এই এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্ত মূল অভীষ্ট বা লক্ষ্যগুলো বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মধ্যমেয়াদি যে পরিকল্পনা, তার সাথে অনেকখানিই সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থনৈতিক-সামাজিক-পরিবেশ এ তিনটির ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের যে চিত্র এসডিজিতে পাওয়া যায়, তা বাংলাদেশেরও জাতীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। কিন্তু এটির বাস্তবায়ন করতে হলে সরকারি-বেসরকারি যৌথ প্রয়াসের মাধ্যমেই তা সম্ভব হবে। জাতিসংঘের ২০৩০ এজেন্ডা ঘোষণাপত্রেও এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার ভূমিকা কী হতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা। এ প্রবন্ধে দেশি-বিদেশি অভিজ্ঞতার আলোকে ও সরকারি উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে কিছু সুপারিশ করা হয়েছে। প্রবন্ধে প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ এসডিজি বাস্তবায়নে সরকার এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার অংশীদারিত্ব প্রণয়নেও তা বাস্তবায়নে সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা

স্বাধীনতার পর সত্তরের দশক থেকেই বাংলাদেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কার্যক্রম শুরু হয়। সে সময় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ মূলত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বা পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের মতো সামাজিক সেবা প্রদান এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ছিল। আশির দশকে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের একটি বড় অংশ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে যুক্ত হয়, যদিও অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের সামাজিক সেবা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বেসরকারি উন্নয়ন

* *জনাব জারির জওয়াদ কাজী*, প্রোগ্রাম অ্যাসোসিয়েট, সিপিডি এবং *জনাব মোঃ সাজ্জাদ মাহমুদ* শুভ, ডায়লগ অ্যাসোসিয়েট, সিপিডি এ প্রতিবেদন প্রস্তুতে মূল্যবান সহায়তা দিয়েছেন।

সংস্থার একটি অংশ শুধুমাত্র ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম দ্বারা পরিচালিত ছিল, যা পরবর্তীতে ক্ষুদ্র আর্থিক প্রতিষ্ঠান গঠনে ভূমিকা রাখে। নব্বই দশকে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার মধ্যে অধিকারভিত্তিক কর্মসূচি ব্যাপকতা লাভ করে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কার্যক্রম এখন বাংলাদেশের সর্বত্র এবং প্রায় প্রতিটি গ্রামে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার অবস্থান পাওয়া যাবে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র তথ্য মতে, বর্তমানে বাংলাদেশে নিবন্ধিত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সংখ্যা ২,৫৫৩। এর মধ্যে ২,৩০০টি স্থানীয় এবং ২৫৩টি বিদেশি সংস্থা রয়েছে।

বাংলাদেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কার্যক্রমকে মূলত ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায়।

১) সামাজিক সঞ্চালনা এবং প্রান্তিক মানুষের ক্ষমতায়ন
২) সামাজিক সেবা সরবরাহ
৩) দরিদ্র এবং প্রান্তিক এলাকায় ঋণ ও আর্থিক সেবা প্রদান
৪) সামাজিক ব্যবসা
৫) সামাজিক বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি
৬) তথ্য সংগ্রহ এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা

বাংলাদেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ উপরোক্ত এক বা একাধিক ইস্যু নিয়ে কাজ করে থাকে। বিগত প্রায় তিন দশকে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে বিস্তার লাভ করেছে – আকারে এবং খাত নিরীখে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো-র তথ্য মতে, ১৯৯১ অর্থবছরে যেখানে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা খাতে বিদেশি উৎস হতে ১০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ ছাড় হয়েছিল, ২০১৬ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত ৩৬ বছরের মধ্যে ২০১৫ অর্থবছরে সর্বাধিক ৭৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ ছাড় হয়েছিল। চলমান অর্থবছরের (২০১৭) প্রথম নয় মাসে ৬১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ ছাড় হয়েছে। আনুপাতিক বিচারেও এই অর্থ ছাড় বৃদ্ধি পেয়েছে। নব্বই দশকে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সুবাদে বিদেশি উৎস হতে ছাড় হওয়া অর্থ মোট সরকারি বিদেশি প্রকল্প অর্থের অংশ হিসেবে গড়ে ছিল ১৮ শতাংশ, যা ২০০০ দশকে এসে ২৩ শতাংশে বৃদ্ধি পায়। ২০১০ দশকের প্রথম ছয় বছরে এ সংখ্যা ২৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

চিত্র ১: বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কাছে বিদেশি উৎস হতে অর্থ ছাড় (মিলিয়ন ডলার)

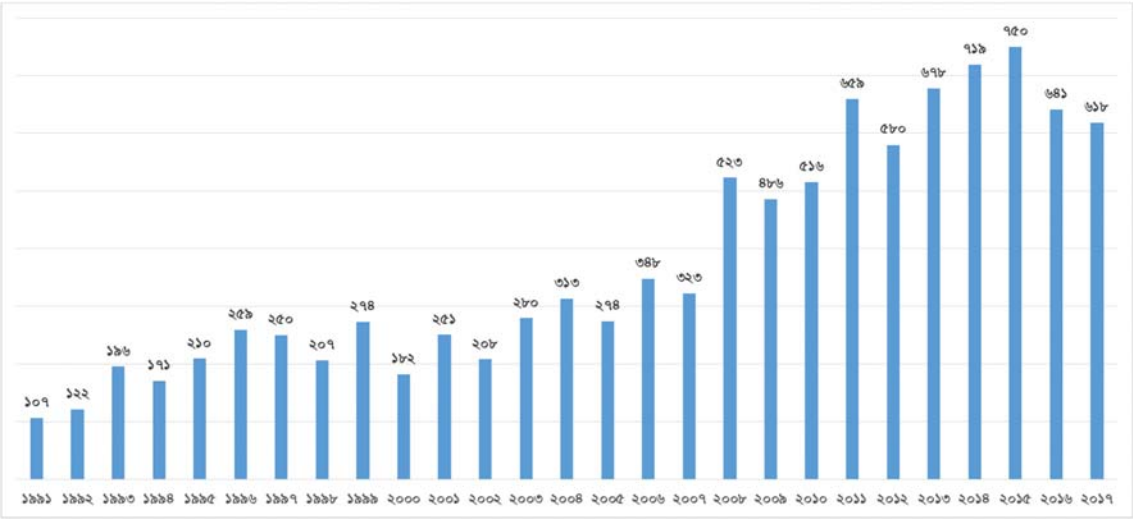

সূত্র: এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।
টীকা: ২০১৭ সালের তথ্য প্রথম নয় মাসের।

তবে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কাছে বিদেশি উৎস হতে ছাড় হওয়া অর্থের বড় অংশই এসেছে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো-র খাতওয়ারী তথ্য মতে, ২০১৭ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে ছাড়কৃত অর্থের (৪,৭৫৯ কোটি টাকা) প্রায় ৫৭ শতাংশই উপরোক্ত দুই খাতে এসেছে।

চিত্র ২: খাতওয়ারী বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কাছে বিদেশি উৎস হতে অর্থ ছাড় (কোটি টাকা)

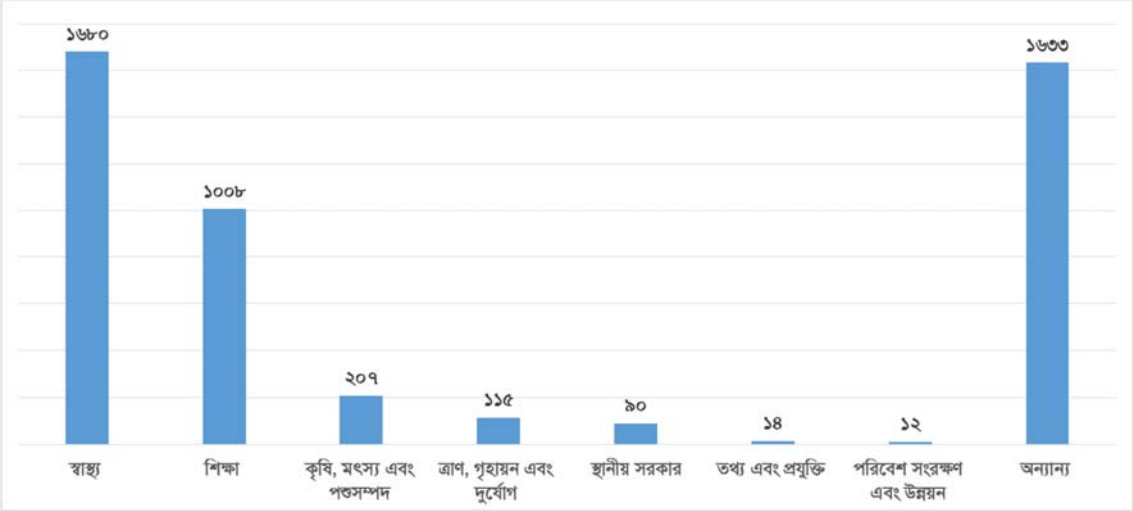

সূত্র: এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

বাংলাদেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বর্তমানে বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় ১২টি চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করা হয়েছে।

১) আর্থিক দুর্বলতা
২) দক্ষ জনশক্তির অভাব
৩) অপর্যাপ্ত অবকাঠামো
৪) সরকারি নিয়ন্ত্রণ
৫) অর্থ ছাড়ে দীর্ঘসূত্রিতা
৬) আন্তঃখাত সমন্বয়হীনতা
৭) চাকুরি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ এবং নিশ্চয়তার অভাব
৮) তথ্য এবং গবেষণার অভাব
৯) জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ
১০) রাজনৈতিক চাপ এবং অস্থিতিশীলতা
১১) নেতিবাচক কর কাঠামো
১২) প্রাকৃতিক দুর্যোগ

২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়নে অধিকতর কার্যকর ভূমিকা রাখতে হলে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার জন্য উপরোক্ত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টঃ নতুন প্রেক্ষাপট

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্ডা হিসেবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট একটি বিশেষ মাইলফলক। সত্যিকার অর্থেই এসডিজি একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী উন্নয়ন এজেন্ডা। সহস্রাব্দের উন্নয়ন অভীষ্ট (এমডিজি) বাস্তবায়নের ইতিবাচক প্রবণতা এবং উদ্দীপনা নিঃসন্দেহে এসডিজি প্রণয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এমডিজি'র তুলনায় এসডিজি প্রণয়নে উন্নয়নশীল দেশসমূহ আরও অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশও, সরকারি এবং বেসরকারি উভয় পর্যায়েই, এ বিষয়ে সোচ্চার ভূমিকা রেখেছে। এটাও সত্য যে, এসডিজি এজেন্ডা প্রণয়ন একটি অধিকতর অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির ভেতর দিয়ে গিয়েছে। এই উন্নয়ন এজেন্ডার যে তিনটি মূল স্তম্ভ – অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক অগ্রগতি এবং পরিবেশগত ভারসাম্য – সেগুলোকে টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। একই সাথে এতে শান্তি, নিরাপত্তা এবং সুশাসনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব বিচারে এই উন্নয়ন এজেন্ডা আওতার দিক থেকে অনেক বেশি ব্যাপক, উন্নয়নের গুণগতমানের দিক থেকেও অনেক সংবেদনশীল। ২০৩০ এজেন্ডা বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রণীত হয়েছে।

১) এই এজেন্ডা একই সাথে জনগণ, সমৃদ্ধি, শান্তি, অংশীদারিত্ব এবং ধরিত্রী – এই পাঁচটি লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে প্রণীত।
২) এই এজেন্ডা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে 'কেউ যেন পেছনে পড়ে না থাকে' – সে বিষয়ে বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে।
৩) এটি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এজেন্ডা।
৪) এই এজেন্ডা সার্বজনীন; সকল দেশের জন্য প্রযোজ্য।
৫) এই এজেন্ডার অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যসমূহকে পারস্পরিক সংযুক্ততার আলোকে বিবেচনা করতে হবে।
৬) এই এজেন্ডা উন্নয়ন ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক কাঠামোগত রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে।
৭) এই এজেন্ডাতে জাতীয় প্রাধিকার বিবেচনায় নিয়ে বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে।
৮) এই এজেন্ডার অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্যসমূহের মধ্যে একে অপরকে শক্তিশালী করার এবং কোনো একটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্য লক্ষ্যের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার প্রয়োজনের বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে। এবং এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ঠিক করতে হবে।
৯) এই এজেন্ডা প্রণয়নের সময় তা বাস্তবায়নের নিয়ামকসমূহও চিহ্নিত করা হয়েছে।
১০) এ কথা মেনে নেয়া হয়েছে যে, আগামী দেড় দশকে এই উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে হলে একটি তথ্য বিপ্লবের প্রয়োজন পড়বে।
১১) এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নে সম্পদের সরবরাহ এবং সঠিক ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ – তাই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দেশজ সম্পদ আহরণের বিষয়টিতে বিশেষ নজর দিতে হবে।
১২) এ এজেন্ডা বাস্তবায়নে বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব কার্যকর ভূমিকা রাখবে।
১৩) পরিশেষে, এই এজেন্ডা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলো 'মালিকানার ফাঁদে' পড়ে যাওয়ার ঝুঁকিও রয়েছে।

২০৩০ এজেন্ডার ঘোষণায় এ কথা স্বীকৃত হয়েছে যে, কোনো দেশের সরকারের পক্ষে একা এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। ফলে এসডিজি বাস্তবায়নে একটি অংশীদারিত্বমূলক কাঠামো তৈরি করতে হবে। এখানে সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তিখাত এবং স্থানীয় সরকারের ভূমিকা যেমন প্রয়োজন, তেমনি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে সম্পৃক্ত করার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য যে, এই উন্নয়ন এজেন্ডা প্রণয়নে বিশ্বব্যাপী বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে। ২০৩০ এজেন্ডা শুধুমাত্র সরকার বা উন্নয়ন সহযোগীদের কার্যক্রমই নয়, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাকেও প্রভাবিত করছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের সাথে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার বর্তমান সম্পৃক্ততা

এসডিজি-তে অন্তর্ভুক্ত উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো আংশিকভাবে হলেও বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অনেক ক্ষেত্রে আগে থেকেই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলে সরকার বা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার পক্ষে এ এজেন্ডা বাস্তবায়নে তা কিছুটা সহায়ক হবে। তবে এই প্রেক্ষিতে কোন্ লক্ষ্যগুলোর ক্ষেত্রে বর্তমানে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সম্পৃক্ততা তুলনামূলকভাবে কম আছে তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সাম্প্রতিককালে এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ তার অংশীদার বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করে, যেখানে বর্তমানে বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের সাথে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সম্পৃক্ততার মাত্রা নির্ধারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ কর্মশালার ফলাফল থেকে কয়েকটি বিশেষ দিক উঠে এসেছে।

১) দারিদ্র্য বিলোপ (এসডিজি ১), জেন্ডার সমতা (এসডিজি ৫), অসমতার হ্রাস (এসডিজি ১০) এবং শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান (এসডিজি ১৬) অভীষ্টসমূহের ক্ষেত্রে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সম্পৃক্ততা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।

২) যদিও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কার্যক্রমে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য বিষয় দু'টি প্রাধান্য পায়, কিন্তু এক্ষেত্রে এসডিজি-তে অন্তর্ভুক্ত সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ (এসডিজি ৩) এবং গুণগত শিক্ষা (এসডিজি ৪) অভীষ্টদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত অনেক লক্ষ্যের ক্ষেত্রে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সম্পৃক্ততা যথেষ্ট নয়। ফলে এক্ষেত্রে তাদের বর্তমান কর্মপদ্ধতি ও কর্মপরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে।

৩) নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন (এসডিজি ৬), সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি (এসডিজি ৭), শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (এসডিজি ৮), শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো (এসডিজি ৯), জলজ জীবন (এসডিজি ১৪) এবং স্থলজ জীবন (এসডিজি ১৫) অভীষ্টসমূহের ক্ষেত্রে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কার্যক্রম অধিকতর শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

সারণি ১: বর্তমানে বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের সাথে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সম্পৃক্ততা

এসডিজি	অধিকতর সম্পৃক্ততা	অপেক্ষাকৃত কম সম্পৃক্ততা
১ দারিদ্র্য বিলোপ	• দারিদ্র্য দূরীকরণ • সামাজিক সুরক্ষা • অর্থনৈতিক সম্পদে সমঅধিকার • পরিবেশগত ও অন্যান্য প্রতিঘাতের বিপরীতে দরিদ্রদের সক্ষমতা তৈরি	
২ ক্ষুধা মুক্তি	• ক্ষুধা ও সকল ধরনের পুষ্টিহীনতা • কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি	• টেকসই খাদ্য উৎপাদন পদ্ধতি নিশ্চিতকরণ • বীজ, চাষযোগ্য ফসল, গবাদিপশু ও এ সংক্রান্ত প্রজাতিগুলোর জেনেটিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণ
৩ সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ	• মা ও শিশুর মৃত্যু • এইডস, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত মহামারী • যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে সার্বজনীন সুযোগ	• অসংক্রামক রোগের কারণে অকাল মৃত্যু • শারীরিক নির্যাতনের প্রতিকার • বৈশ্বিকভাবে সড়ক দুর্ঘটনার ফলে নিহত ও আহত হওয়া

এসডিজি	অধিকতর সম্পৃক্ততা	অপেক্ষাকৃত কম সম্পৃক্ততা
		• সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা • বায়ু, পানি ও মাটি দূষণের ফলে মৃত্যু
৪ গুণগত শিক্ষা	• প্রাক্-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় প্রবেশাধিকার	• কারিগরি, বৃত্তিমূকলক ও উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশাধিকার • শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য • যুব ও বয়স্ক শিক্ষা
৫ জেন্ডার সমতা	• নারীর প্রতি বৈষম্য • নারীর প্রতি সহিংসতা • শিশুর নিরাপত্তা • গৃহস্থালি কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের অবৈতনিক সুবিধা • সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ	
৬ নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন	• নিরাপদ ও সাশ্রয়ী মূল্যে পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন	• পানি দূষণ • পানির যথাযথ ব্যবহার • পানি সংক্রান্ত বাস্তুসংস্থানের নিরাপত্তা
৭ সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি	• নবায়নযোগ্য জ্বালানি	• জ্বালানি সেবা • জ্বালানি কার্যকারিতার উন্নয়ন
৮ শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	• টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি • যুব-বেকারত্ব • শিশুশ্রম	• উচ্চতর অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা • পূর্ণ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান • কার্যকরভাবে বৈশ্বিক সম্পদ ভোগ ও উৎপাদন • শ্রমঅধিকার সুরক্ষা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের প্রচার • টেকসই পর্যটন • আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সেবার সুযোগ
৯ শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো	• ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) খাতে অর্থায়ন	• নির্ভরযোগ্য অবকাঠামো • অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়ন • শিল্পায়নের বিভিন্ন খাতে অবকাঠামোগত ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন
১০ অসমতার হ্রাস	• আয় বৈষম্য • সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি • বৈষম্যমূলক আইনের বিলোপ • জনগণের দায়িত্বশীল অভিবাসন	• বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বাজারের পর্যবেক্ষণ • নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশসমূহের অংশগ্রহণ
১১ টেকসই নগর ও জনপদ	• সাশ্রয়ী বাসস্থান ও মৌলিক সেবা • দুর্যোগ সংক্রান্ত মৃত্যু • নিরাপদ ও সবুজ লোকসমাগমের জায়গা	• সাশ্রয়ী ও নিরাপদ পরিবহন ব্যবস্থা • টেকসই নগরায়ন • বিশ্বের সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের নিদর্শনসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ

এসডিজি	অধিকতর সম্পৃক্ততা	অপেক্ষাকৃত কম সম্পৃক্ততা
১২ পরিমিত ভোগ ও উৎপাদন	• প্রাকৃতিক সম্পদের কার্যকর ব্যবহার • পরিবেশ সহায়ক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা • টেকসই উন্নয়নের জন্য সচেতনতা	• খাদ্য-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা • বর্জ্য সৃষ্টি কমিয়ে আনা
১৩ জলবায়ু কার্যক্রম	• জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা	• জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি
১৪ জলজ জীবন	• সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার	• সামুদ্রিক দূষণ • উপকূলীয় ও সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থান • মৎস্য সম্পদের অতি আহরণ ও অবৈধ আহরণ এবং ভর্তুকি
১৫ স্থলজ জীবন		• স্থলজ ও অন্তর্দেশীয় মিঠাপানির বাস্তুসংস্থান • বনায়ন ও মরুকরণ • পার্বত্য বাস্তুসংস্থান • জেনেটিক সম্পদের ব্যবহার • জীববৈচিত্র্য হারানো • সুরক্ষিত বন্য প্রজাতির চোরাশিকার ও পাচার • বহিরাগত অনুপ্রবেশকারী প্রজাতির বিরূপ প্রভাব
১৬ শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান	• সহিংসতাজনিত মৃত্যু • শিশু পাচার ও শিশুর প্রতি সহিংসতা • সকলের জন্য আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার • দুর্নীতি ও ঘুষ • জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠান • অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত প্রণয়ন • তথ্যপ্রাপ্তি	• অবৈধ অর্থ ও অস্ত্র প্রবাহ • জন্ম নিবন্ধন

সূত্র: এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ (২০১৬)।[১]

নতুন এজেন্ডা, নতুন ভাবনা

এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, এসডিজি'র মতো একটি ব্যাপক, বহুমাত্রিক ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নে গতানুগতিক পরিকল্পনা সফল হবে না। সিপিডি'র একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় এসডিজি বাস্তবায়নে পাঁচটি চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করা হয়েছে –

১) নীতি পরিকল্পনার সামঞ্জস্য বিধান
২) প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিনির্মাণ
৩) আর্থিক সম্পদের যোগান

[১] এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ। (২০১৬)। *CSOs in SDG Implementation in Bangladesh.* নাগরিক প্ল্যাটফর্ম নীতি পত্র ৪। ঢাকা: এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ।

৪) তথ্য আহরণ
৫) অংশীদারিত্ব

এ কথা স্বীকার্য যে, অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়নে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারের পক্ষ থেকে গৃহীত প্রধান পদক্ষেপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১) এসডিজি'র লক্ষ্যসমূহের সাথে বর্তমান নীতি ও পরিকল্পনার সামঞ্জস্য তুলনা;
২) এসডিজি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক দায়িত্ব বণ্টনের পথনক্শা প্রণয়ন, যার অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে একটি কমিটি গঠন; এবং
৩) এসডিজি'র সূচকসমূহের তথ্য প্রাপ্যতা যাচাই।

এছাড়া এসডিজি বাস্তবায়নে আর্থিক চাহিদা নিরূপণ করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, অংশীদারিত্ব নিরূপণে এখনও যথেষ্ট অগ্রগতি হয়নি।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার ভূমিকাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। সিপিডি'র সাম্প্রতিক গবেষণা এসডিজি বাস্তবায়নের চারটি ধাপের কথা উল্লেখ করেছে –

১) এজেন্ডা নির্ধারণ – অনেক ইস্যুতে প্রাধিকার নির্বাচন
২) কর্মপরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন
৩) নিরীক্ষণ
৪) জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এই চারটি ধাপেই যুক্ত হতে পারে। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাকে চার ধরনের ভূমিকা রাখতে হবে।

১) **দরিদ্র এবং প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর।** তৃণমূল পর্যায়ে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার অবস্থান বেশ সুদৃঢ়। প্রান্তিক মানুষের চাহিদাকে সংগ্রহ করে, তার বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে শক্তিশালী যুক্তি উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে নীতি পর্যায়ে পৌঁছে দিতে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাকে কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাকে স্থানীয় সরকারের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে। সর্বোপরি অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে এসডিজি বাস্তবায়নের বিষয়টি পর্যালোচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে 'কেউ যেন পেছনে পড়ে না থাকে,' তা নিশ্চিত করতেও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার ভূমিকা হবে গুরুত্বপূর্ণ।

২) **সেবা প্রদানকারী।** ঐতিহাসিকভাবেই বাংলাদেশে বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী হিসেবে ভূমিকা রাখছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সরকারের অংশীদার হিসেবেও কাজ করে যাচ্ছে। এসডিজি বাস্তবায়ন করতে হলে বাংলাদেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার এই ভূমিকা আরও ব্যাপক করা প্রয়োজন।

৩) **তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ এবং গবেষণা কার্যক্রম।** এসডিজি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের সময়কালে বিশ্বব্যাপী এসডিজি-তে অগ্রগতি পরিমাপের ক্ষেত্রে বেসরকারি তথ্যের ব্যবহারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে এসডিজি সম্পর্কিত তথ্যের অবস্থা নিয়ে সিপিডি'র সাম্প্রতিক একটি গবেষণাতেও এ বিষয়টি উঠে এসেছে। বেসরকারি তথ্য সরবরাহের

ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার আহরিত তথ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হতে পারে। একই সাথে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক নীতি গবেষণার ক্ষেত্রেও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। তাদের এই সামর্থ্যকে আরও সংহত করে এসডিজি বাস্তবায়নে ব্যবহারের সুযোগ আছে।

৪) **জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।** সর্বোপরি এসডিজি বাস্তবায়নে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব সরকারের। তবে একই সাথে স্থানীয় সরকার, জাতীয় সংসদ, ব্যক্তিখাত বা উন্নয়ন সহযোগীদের দায়িত্বও রয়েছে। ধারাবাহিকভাবে লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অপূর্ণতা নির্দেশ করা এবং প্রতিশ্রুত বা প্রণীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন বা প্রয়োগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার দায়িত্ব।

বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাকে যথোপযুক্ত ভূমিকা রাখতে হলে চারটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১) একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এসডিজি বাস্তবায়নের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কী পর্যায়ে অংশ নিতে চায়, সেই সম্পর্কে তাকে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যমেয়াদি কৌশলকে এসডিজি'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার প্রয়োজন হতে পারে।

২) কোনো একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার পক্ষে এককভাবে এসডিজি বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে জোট গঠন করার প্রয়োজন হবে। এই জোট যেমন অভীষ্টভিত্তিক হতে পারে, তেমনি অঞ্চলভিত্তিকও হতে পারে। জোট গঠনের ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের সুযোগ আরও বিস্তৃত করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে এসডিজি পূর্ববর্তী সময়কালেও অনেক সফল সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের উদাহরণ রয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো প্রয়োজন।

৩) প্রতিটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কর্মএলাকায় এসডিজি (ও এর বাস্তবায়ন) বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করতে হবে। এতে সার্বিকভাবে অংশীজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

৪) এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র গতানুগতিক পদ্ধতি অবলম্বন করে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা তাদের সক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করতে পারবে না। এক্ষেত্রে উদ্ভাবনী কর্মপন্থা নিরূপণের সুযোগ খুঁজতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন উদ্ভাবনী চিন্তা।

এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে:

১) বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে একটি টেকসই আর্থিক ব্যবস্থাপনার সুযোগ নিতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় সকল বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা অনেকাংশেই বিদেশি সাহায্য বা অর্থের ওপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা কমাতে হলে এক্ষেত্রে কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে হবে। এর জন্য বাংলাদেশে সরকারি পর্যায় থেকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার জন্য একটি বিশেষ বরাদ্দের প্রবর্তন করা যেতে পারে।

২) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ছাড়া বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এসডিজি বাস্তবায়নে তার পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারবে না। টিআইবি'র সাম্প্রতিক গবেষণায় বেসরকারি উন্নয়ন খাতে সক্ষমতা এবং সুশাসনের ঘাটতির বিষয়টি উঠে এসেছে। একই সাথে এক্ষেত্রে আরও বেশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

৩) বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাকে একদিকে যেমন সরকারের সাথে জোট গঠনে গুরুত্ব দিতে হবে, তেমনি তার স্বকীয়তা এবং স্বাধীনতা ধরে রাখাও গুরুত্বপূর্ণ। তা না হলে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সেবা প্রদান এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতের যে যৌথ দায়িত্ব, তা পালন করা সম্ভব নাও হতে পারে।

৪) এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সাথে সরকারের অংশীদারিত্ব নিশ্চিতের জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে সকল মহল থেকে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে। বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের বিষয়টি এখনও পূর্ণ অবয়ব পায়নি। বিশ্বের অনেক দেশেই এ বিষয়টি একটি কাঠামোর ভেতরে আনা হয়েছে। অনেক দেশে এর জন্য একটি পৃথক কমিটি বা অভীষ্টভিত্তিক কমিটি গঠন করা হয়েছে, যেখানে সরকার এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিরা এসডিজি বাস্তবায়নের বিষয়টি পরিবীক্ষণ করে থাকে। কয়েকটি দেশে (যেমন ব্রাজিল, এস্তোনিয়া) সরকারি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সর্বোপরি এ ক্ষেত্রে সরকার এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার মধ্যে একটি পারস্পরিক বিশ্বাস এবং সম্মানবোধ বিশেষভাবে প্রয়োজন।

৫) এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কার্যক্রমের নিয়মিত গুণগত তথ্য-উপাত্ত সরবরাহের ক্ষেত্রেও আরও সংস্কার ও পরিবর্তন প্রয়োজন।

৬) এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশে কর্মরত বৃহৎ সংখ্যক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কার্যক্রমের একটি সমন্বয়ের প্রয়োজন হবে। এটি প্রস্তাবিত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের মধ্যে জোট গঠনেও সহায়ক হবে। এক্ষেত্রে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো সরকারের পক্ষ থেকে সমন্বয়কের ভূমিকা রাখতে পারে।

এটি অত্যন্ত ইতিবাচক যে, বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ইকোসোক) উচ্চ-পর্যায়ের রাজনৈতিক ফোরামে এ বছর জুলাই মাসে এসডিজি সংক্রান্ত 'স্বপ্রণোদিত জাতীয় পর্যালোচনা' প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে। আমরা আশা করি, আগামীতে নিয়মিত ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকার এ প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। এ প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে সরকারি উদ্যোগের সাথে বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যকর অংশীদারিত্ব প্রতিবেদনের মালিকানাকে ব্যাপকতর করবে ও তার উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

***